দৈনিক বাংলা

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

০৩ JUL 1989

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... ১ ...

প্রেসিডেন্ট এরশাদ গতকাল আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরদের এক সভায় সভাপতিত্ব করেন

প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে ভাইস চ্যান্সেলরদের বৈঠক

মেডিক্যাল ভার্সিটি নয়ঃ কলেজ হাসপাতাল আলাদা থাকবে

প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সভাপতিত্বে গতকাল ঢাকায় আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের কমিটি কক্ষে সকল বিশ্ব বিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্ট এরশাদ সকল বিশ্ব-বিদ্যালয়েরই চ্যান্সেলর।

সভায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক একাউন্টিং বৈষম্য দূরীকরণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আরো সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, বিশ্ব-বিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এক অভিন্ন একাউন্টিং ম্যানুয়েল প্রণয়ন কর-বেন।

সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, দেশে কোন মেডিক্যাল বিশ্ব-বিদ্যালয় হবে না বরং এর পরিবর্তে আধুনিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সমন্বয় রেখে মেডিক্যাল শিক্ষাকে হাসপাতাল প্রশাসন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করা হবে।

মেডিক্যাল শিক্ষাকে শিক্ষা-মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনা হবে, অপরদিকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় হাস পাতালের প্রশাসনের জন্য দায়ী থাকবে।

সভা মনে করে যে, মেডিক্যাল

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

মেডিক্যাল ভার্সিটি

(১-এর পৃঃ পর)

শিক্ষাসহ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলাম ও সিলেবাসসমূহ বর্তমান সময়ের চাহিদা পূরণে সমকালীন ও আধুনিক করা প্রয়োজন।

সভাকে অবহিত করা হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সামগ্রিক শিক্ষা পরিবেশ ও প্রশাসনের উন্নয়নের লক্ষ্যে সভায় ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ আলোচনা করা হয়। আর্থিক ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সার্বক্ষণিক কোষাধ্যক্ষ নিয়োগের প্রশ্নও আলোচনা করা হয়।

সভায় ভাইস-চ্যান্সেলরদের ইতিপূর্বেকার সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ও পর্যালোচনা করা হয়।

বাসস'র খবরে বলা হয়, পূর্বাহ্নে প্রেসিডেন্ট সভায় তাঁর উদ্বোধনী মন্তব্যে উচ্চশিক্ষার অঙ্গনে প্রকৃত সম্প্রীতিপূর্ণ শিক্ষা পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি শিক্ষার উচ্চ মান অর্জনে উদ্যোগ প্রচেষ্টা গ্রহণের ব্যাপারেও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

তিনি বলেন, উন্নততর শিক্ষা-পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের অবস্থার উন্নতি সাধনে সংশ্লিষ্ট সকলকে জোর উদ্যোগ প্রচেষ্টা নিতে হবে।

উপ-প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক উপদেষ্টা কাজী জাফর আহমেদ, শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম, জাতীয় প্রফেসর ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান, প্রেসিডেন্টের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী জনাব এ এইচ সাদেক, শিক্ষাসচিব জনাব হেদায়েত আহমদ, অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্প উপদেষ্টা প্রফেসর এম এ বারী ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য প্রফেসর শামসুল হক সভায় উপস্থিত ছিলেন।